OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 53
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 488 - 494
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - iii, Published on July issue 2026, Page No. 488 - 494
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

সংকট ও সংহতির দ্বন্দ্বে অন্নদাশঙ্কর রায় : বহুমাত্রিক সমাজভাবনার সমালোচনামূলক পাঠ

শিরিন আক্তার
সিনিয়র লেকচারার, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ (ইউল্যাব)
Email ID: shirin.akter@ulab.edu.bd
0009-0004-7230-3905
ও
মিজানুর রহমান
প্রভাষক, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ
Email ID: meemmizanpll@cu.ac.bd
0009-0002-1099-7580

Received Date *15. 06. 2026*
Selection Date *15. 07. 2026*

Keyword
Annada Shankar, Multidimentional concepts, Social Cohesion, Reality, Education, Culture, Dialectic, Vision.

Abstract
Annada Shankar Ray (1904-2002) is one of the few writers who highlightes the social dilemma's in his essays during the last two decades of noble laureate Rabindranath Tagore's time in Bengali literature. This contemplative and thoughtful fiction writer is called as the youngest intellectual in Bengali Renaissance (1860-1960) who create a new era in his creative writing through his thoughtful manifestation in his essays. This article will explore how his colossal writing makes anyone rethink about social crisis and its salvation. He wrote essays and articles about philosophy, sociology, art & literature, culture, politics, aesthetics, domestic and social crisis. This paper is to give prominence to bring out the aspects of complexity and difficulties of South Asian society especially Bengali society's Social dilemma and reality in Annadas writings. Through the lens of literary and cultural approach; the critical analysis methodology of this study will provide a clear concept of Annada Shankar Ray's concept about Indian sub-continental reality of society, religion, education, social harmony, women in society including the limitations of women empowerment and importantly the communal issues. Focused on his thoughtful essays namely-Women crisis in family (1923), Hindu-Muslim (1934), Crisis and Literatue (1941-1942), Crisis in Solidarity (1980) and Crisis in Culture (1984). This study argue that the nature of multidimensional crisis and intellectual depiction about contemplated

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 53
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 488 - 494
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

salvation of the problems revealed in his writings was universal to Bengali culture of early 19th century which is still relevant.

Discussion

অন্নদাশঙ্কর রায় (১৯০৪-২০০২) ছিলেন মননশীল কথাসাহিত্যিক এবং চিন্তাশীল লেখক। অর্জিত জ্ঞানকে কল্যাণকর কাজে লাগানোর সুতীব্র ইচ্ছা এবং সুদূরপ্রসারী চিন্তাকেই সাধরণত মননশীলতা বলা যায়। সেই অর্থে অন্নদাশঙ্কর রায়ের চেতনাপ্রসূত সমাজ সঙ্কট ভাবনাগুলোর প্রকাশ দেখতে পাই আমরা তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধে যা তাঁকে মননশীল লেখক হিসাবে পাঠকের সামনে তুলে ধরে।

> "সাধারণভাবে বাংলা ও ইংরেজি সহ সকল ভাষাতেই গদ্যের উদ্ভব ও ব্যবহারের সময় থেকেই প্রবন্ধের আত্মপ্রকাশ। ইংরেজি ভাষায় নবম শতক ও তার পরবর্তীকালে অনুবাদকার ও ধর্মযাজকদের হাতে এবং বাংলায় শ্রীরামপুর মিশন ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পাদ্রি তথা পণ্ডিতদের হাতে প্রবন্ধের জন্ম এলিজাবেথের যুগে ফ্রান্সিস বেকন ও উনিশ শতকের প্রারম্ভিক পর্বে রামমোহন রায় যথাক্রমে ইংরেজি ও বাংলা প্রবন্ধশিল্পের সার্থক রূপকার।"[১]

রবীন্দ্র জীবনের শেষ দুটি দশকে বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধিতে অন্নদাশঙ্কর রায় ছিলেন অন্যতম পথিকৃত যাঁর লেখায় উঠে এসেছে সমাজের সঙ্কট এবং সেই সাথে যেন একটা সমাধানেরও পথ তৈরি করে দেন তিনি। ফলে আমরা দেখতে পাই তাঁর প্রবন্ধের বিষয় বৈচিত্র্যের বিরাট একটা অংশ বিস্তৃত হয়েছে সমাজ সঙ্কট ভাবনার বিশ্লেষণী আলোচনা হিসাবে। দর্শন, সমাজতত্ত্ব, রাজনীতি, নন্দনতত্ত্ব, পারিবারিক ও সামাজিক নানা সঙ্কট ও সমস্যা নিয়ে লিখেছেন অসংখ্য প্রবন্ধ। যুক্তি, মুক্তবুদ্ধি ও বিবেক, স্বদেশ ভাবনা, বিশ্বচিন্তা ও বিজ্ঞানমনস্কতার সমন্বয় তাঁর প্রবন্ধসমূহ। সেইসাথে সঙ্কট নিরসনে করণীয় দিকগুলোরও নির্দেশনা দিয়েছেন সমাজবীক্ষণ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। বর্তমান প্রবন্ধে অন্নদাশঙ্কর রায়ের সেই বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে সমাজ ভাবনার প্রয়াস পাওয়া গেছে। অন্নদাশঙ্কর রায়ের অন্যান্য রচনার মতো তাঁর প্রবন্ধ সাহিত্যও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ব্যক্তি অন্নদাশঙ্করও ছিলেন মানবিকতার মূর্ত প্রতীক। এ প্রসঙ্গে নিচের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য বলে মনে হয় -

> "আমার দৃষ্টিতে অন্নদাশঙ্কর রায় একজন অসাধারণ পুরুষ। যাঁর কাছে মানব প্রেমই মূখ্য। যদি একবাক্যে কাউকে মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করতে হয় - হিন্দু হিসেবে নয় অথবা মুসলিম হিসেবে নয়, তবে যে ব্যক্তির দিকে আমি অঙ্গুলি নির্দেশ করবো তিনি হচ্ছেন অন্নদাশঙ্কর রায়।"[২]

ব্যক্তি অন্নদার মানবিক চিন্তার স্পষ্ট ছাপ আমরা তাঁর প্রবন্ধগুলোতেও পাই। 'পারিবারিক নারী সমস্যা' (১৯২৩), 'হিন্দু-মুসলমান' (১৯৩৪), 'সংকট ও সাহিত্য' (১৯৪১-৪২), 'শিক্ষার সংকট' (১৯৭০) এবং 'সংস্কৃতির সংকট' (১৯৯১) ইত্যাদি প্রবন্ধগুলোতে তাঁর মানবিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রজ্ঞার পরিচয় পাওয়া যায়। উক্ত প্রবন্ধগুলোতে লেখক সমাজ ও পরিবারের নানামুখী সংকট ও সমস্যাকে চিহ্নিত করেছেন পাশাপাশি সমাধানের যুক্তিপূর্ণ প্রয়াস পেয়েছেন। বাংলা সাহিত্যের বিশাল রত্ন ভান্ডারে অন্নদাশঙ্কর রায়ের সৃজনকর্ম যেন মুক্তোর মত দ্যুতি ছড়াচ্ছে। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ এ সৃজনকর্মের জন্য বিষয়ভিত্তিক গবেষণা খুবই স্বল্পপরিসরে পরিলক্ষিত হয়েছে ফলে নতুন জ্ঞান বা অন্নদাশঙ্কর রায়ের সৃজন প্রতিভার একটা বড় অংশ আলোর কাছে ছায়া পড়ে থাকার মত অবস্থার সৃষ্টি করেছে। যার ফলশ্রুতিতে গবেষণাটিতে নতুন তথ্য খুঁজে আনতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করবে বলে মনে হয়। প্রাত্যহিক জীবনচর্চায় সহজ ও চিরচেনা বিষয়গুলোকে নতুনভাবে উপস্থাপন করা ছাড়াও তাঁর সৃষ্টিজগতের অন্যান্য রচনা পাঠ করলেও তা সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়। এ সম্পর্কে নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হল –

'পারিবারিক নারীসমস্যা' (১৯২৩) প্রবন্ধটি অন্নদাশঙ্করের সমাজ ভাবনার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এখানে তিনি পরিবারে তথা সমাজে নারীদের কোন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তার একটি চিত্র তুলে ধরেছেন। বিশেষ করে তিনি মনে করেন তৎকালীন ভারতীয় উপমহাদেশের নারীরা নিজেদের দুর্বল ভাবতে ও পতিব্রতা হিসেবে মেনে নিতে চায় বলেই যে নিজের ইচ্ছা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বাধীন চিন্তার প্রতিফলন ঘটাতে পারে না সে বিষয়টি উল্লেখ করেন। বিয়ের নামে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 53
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 488 - 494
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

পুরুষের গলগ্রহ নারীদেরকে নির্ভরশীল থাকতে হয়। কখনো কখনো সেখানে প্রেম-ভালোবাসা না থাকলেও কেবল সমাজের বন্ধন ও পারিবারিক রক্ষণশীলতার জন্য দিনের পর দিন নারীরা সংসার করে যাচ্ছেন। মাতৃত্বের দোহাই দিয়ে পুরুষের উপরই নির্ভরশীল হয়ে থাকে তারা। লেখক মনে করেন এরূপ সামাজিক ও পারিবারিক সংকটের কারণে সমাজের উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। কখনো কখনো এরূপ প্রতিবন্ধকতার কারণে পরিবার প্রথাটাই বোঝা মনে হতে পারে বলে তিনি মনে করেন –

> "পুরুষের আশ্রয়ের বিনিময়ে সে আত্মবিক্রয় করে, পুরুষের প্রভুত্ব স্বীকার করতে বাধ্য হয়, তাই অধিকার দাবি করার অধিকার তার নাই। পুরুষের মন জুগিয়ে তাকে চলতে হয়, নানা ছলাকলার আশ্রয় নিয়ে তাকে হাতে রাখতে হয়, পাছে কাণ্ডারীর অভাবে কোনোদিন অকূল সমুদ্রে ডুবে মরে!"[৩]

এ প্রসঙ্গে তিনি স্মরণ করেছেন নরওয়েজিয়ার বিখ্যাত নাট্যকার হেনরিক ইবসেনের (১৮২৮-১৯০৬) সাড়া জাগানো নাটক *Dolls House* (1879) এর। নাটকের প্রধান চরিত্র নোরার প্রসঙ্গে বলেন—

> "নোরা যর্থাথই বলেছিল, পুরুষ ভালোবাসে ভালোবাসায় আমোদ পাওয়া যায় বলে, আমোদটুকু গেলেই তার ভালোবাসার নেশা ছুটে যায়।"[৪]

লেখক মনে করেন এ হীনতা যতটুকু নারীর নিজের জন্য সহ্য করতে হয় তার থেকে বেশি সহ্য করতে হয় তার সন্তানের জন্য। এরূপ সংকট নিরসনের উপায় হিসেবে অন্নদাশঙ্কর নারী জাতির আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হবার গৌরব অর্জনের পরামর্শ দেন—

> "নারীকে কেবল যে আত্মপোষণের যোগ্যতা অর্জন করতে হবে তা নয়, সন্তান প্রতিপালনের ক্ষমতাও অর্জন করতে হবে। তবেই নারীর সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে।"[৫]

কারণ অর্থনীতির উপর ভিত্তি করেই চলছে সমাজ। আর্থিকভাবে নারী স্বাবলম্বী হলে তাকে সন্তান - পরিবার কিংবা নিজের জন্য আর পুরুষের উপর নির্ভরশীল হতে হবে না। ফলে সমাজ থেকে লোপ পাবে বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ এবং কন্যাপণের মতো প্রথাগুলো। প্রণয়ের দাবিই চূড়ান্ত নয় বলে লেখক মনে করেন পরিবারের সংস্কারের সাথে সাথে বিবাহ প্রথারও সংস্কার করা উচিত –

> "নারী সমস্যার যেটুকু তার অক্ষমতা ও পারিবারিক অধীনতার উপর প্রতিষ্ঠিত তার মীমাংসা করতে হলে প্রথমেই পরিবার সংস্কার করতে হবে।"[৬]

হেনরিক ইবসেনের নোরা যেমন নিজেকে আত্মপ্রত্যয়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে তেমনি নারীকে নারী হিসেবে নয় বরং মানুষ হিসেবে ভাবার আকুতিও লেখকের। ১৯২৩ সালে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। এরপর ১৯২৪ সালে প্রকাশিত হয় *নারীর মূল্য*। এরপর ১৯২৭ সালে প্রকাশিত হয় *রক্তকরবীর তিনজন*। শেষোক্ত প্রবন্ধ দুটি যথাক্রমে শরৎচন্দ্রের *নারীর মূল্য* এবং রবীন্দ্রনাথের সাংকেতিক নাটক *রক্তকরবীর* সমালোচনা। এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত বক্তব্যটি খুবই প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয় –

> "অন্নদাশঙ্কর উনিশ-বিশ বছর বয়সেই প্রবন্ধ তিনটি রচনা করেন। তিনি যে ঐ বয়সেও সত্য অন্বীক্ষু ব্যক্তিত্বের ধারক ছিলেন, তার প্রামাণ্য এই প্রবন্ধ তিনটি। প্রবন্ধ তিনটিতে নারীসত্তার স্বভাবজ বিকাশ অধিকার তথা সমুন্নতি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।"[৭]

'হিন্দু-মুসলাম' (১৯৩৪) প্রবন্ধে দেখা যায় - ইংরেজ যেমন আইরিশ, ইহুদি, পারসি, নিগ্রো ইত্যাদি জাতির ভাষাগত মিশ্রণ ঘটেছে তেমনি সংস্কৃতিরও মিশ্রণ ঘটেছে। রক্তজাত না হয়েও অনেক জাতি ঐতিহ্যগতভাবে ইংরেজ হয়েছে তেমনি ভারতবর্ষেরও ঐতিহ্য আছে। লেখকের মতে –

> "দেশের মূল স্রোত ঐতিহ্য। প্রত্যেক দেশের স্বকীয় ঐতিহ্য আছে, কোনো কোনো দেশ তা রাখতে পেরেছে আবার কোনো কোনো দেশ তা রাখতে পারেনি।"[৮]

ভারতবর্ষে যেমন হিন্দু আছে, মুসলামানও আছে, খ্রিস্টানও আছে। মুসলিম আগমনের ফলে আরব-পারস্যের সংস্কৃতি মুসলিম সংস্কৃতিরূপে ভারতে উপনীত হয়। ফলে অন্যান্য দেশের সভ্যতার মতো এদেশেও বিমিশ্র সভ্যতার সূত্রপাত হয়। সনাতন ধারার সাথে মুসলিম সত্তা মিলে গিয়েছিল বলে অন্যান্য জাতি বা সম্প্রদায়ের থেকে মুসলিম প্রভাব ছিল বেশি। সেখানে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 53
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 488 - 494
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

হিন্দু সমাজের বর্ণপ্রথা প্রকট ছিল সেখানে মুসলমান সমাজ নিয়ে এসেছিল সম্প্রীতির এক অপূর্ব বন্ধন। তবে কালক্রমে তা লোপ পেতে পারে কারণ ইউরোপের সমাজে দেখা যায় ব্যক্তির সব কাজ করার অধিকার আছে কিন্তু ভারতবর্ষীয় সমাজের তা নেই। যেমন - চাষার কাজকে সম্মান করা হয় কিন্তু ধীবরের কাজ অবজ্ঞাত। অনেক সময় দেখা গেছে হিন্দু গুরু কিংবা মুসলমান পীর সমাজের প্রতি উদার দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতেন বা করেন কিন্তু সমষ্টিগতভাবে মুসলমান বা সনাতন সমাজ পরস্পরের প্রতি সদয় নয়। লেখকের ভাষায় –

> "হৃদয় জয় করবার দায়িত্ব তাঁদেরই। যারা হারে তারা কখনো ভোলে না, ক্ষমাও করে না তারা মহত্বের পরিচয় না পেলে।"[৯]

লেখক মনে করেন এ সকল ভেদাভেদ ভুলে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যবদ্ধ হয়ে একই কর্মের মধ্যে সমাজের উন্নতির কাজে এগিয়ে এলে ভারতবর্ষ একটি আদর্শ রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে। সন্দীপক মল্লিকের মন্তব্য থেকেও প্রবন্ধের স্বরূপ সম্পর্কে জানা যায় -

> "হিন্দু-মুসলমান প্রবন্ধে অন্নদাশঙ্কর বর্তমান শতকের ত্রিশ দশকের বঙ্গভারতীয় সমাজপ্রেক্ষিতে হিন্দু ও মুসলমান গোষ্ঠীর পারস্পরিক সম্পর্ক কেমন ছিল তাই উদঘাটন করেছেন। এ কর্মে তাঁর ইতিহাস চেতনারই প্রকাশ ঘটেছে।"[১০]

'সঙ্কট ও সাহিত্য' (১৯৪১-'৪২) প্রবন্ধটিতে লেখক বক্তব্য প্রকাশে এক অভিনব পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। সাহিত্য নিয়ে বিনুর নানারকম ভাবনার অবতারণা করেছেন লেখক। এই বিনু আসলে অন্নদাশঙ্করের লেখকসত্তা। সাহিত্য কোন বিষয় অবলম্বন করে রচিত হতে পারে, কেমন হতে পারে, জীবনের জন্য না শিল্পের জন্য হতে পারে তেমন ভাবনার প্রকাশ রয়েছে প্রবন্ধটিতে। সাহিত্য আসলে কী? কেনই বা লিখতে হবে, কার জন্য লিখতে হবে? - ইত্যাদি প্রশ্নগুলো সামনে এনে উত্তর দিয়েছেন লেখক। লেখক মনে করেন সবসময়ই সাহিত্য রচনার জন্য উপযুক্ত সময়। সাহিত্য যেনতেন বিষয় নয় বরং তা মূলত সাধনার বিষয়। সে যেখানে তার মেধা ও শ্রমের প্রয়োগ ঘটাবে তাই ফলবে। লেখক নিজের জন্যেও তার লেখা চালিয়ে যেতে পারেন। কেউ কেউ আবার সমাজের এবং শিল্প উভয় বিষয়েই লেখায় উৎকর্ষ এবং পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। তারা হলেন সব্যসাচী লেখক এবং এর জন্য প্রয়োজন কঠোর পরিশ্রমের। লেখক মনে করেন লেখনীর প্রতি যাঁদের মমতা নেই, যাঁরা তাকে ব্যবহার করতে চান ক্ষেপণী রূপে, তাঁদের দ্বিচারিতার ফলে তাঁদের লেখা সাহিত্য হিসেবে নিম্ন। তবে কেউ কেউ ব্যতিক্রম। লেখকের মতে –

> "খুব কম লোকের পক্ষেই সব্যসাচী হওয়া সম্ভব। যে দু-একজনকে হতে দেখা যায় তাঁরা ডবল খাঁটেন। শিল্পের জন্য এক দফা, সমাজের জন্য একদফা।"[১১]

লেখক মনে করেন কোনো পক্ষপাতিত্ব না করে লিখতে হবে সৃজন দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে। শিল্প ও সাহিত্য নিয়ে লেখকের গভীর ভাবনার প্রকাশ দেখা যায় উক্ত প্রবন্ধটিতে।

আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে অন্নদাশঙ্কর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার অবতারণা করেছেন 'শিক্ষার সংকট' **(১৯৭০)** প্রবেন্ধে। উনিশ শতকে ইউরোপীয় শিক্ষা ব্যবস্থার ধাক্কা এসে লাগে ভারতবর্ষে। তিনি মনে করেন ভারতীয় সমাজর জন্য ইউরোপীয় শিক্ষা ব্যবস্থার চেয়ে বেশি প্রয়োজন এ দেশের নিরক্ষরতার হার হ্রাস করা, বেকার সমস্যার সমাধানের উপযুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা। কারণ রাশি রাশি শিক্ষিত ছাত্রদের জন্য কর্মক্ষেত্র প্রয়োজন। ভারতবর্ষ তা দিতে সক্ষম নয় ফলে এদেশের মেধার পাচার ঘটে ইউরোপীয় সমাজে। লেখক মনে করেন এই ব্রেন ড্রেন নিরসনের জন্য শিক্ষিতদের উপযুক্ত মর্যাদা প্রদান করা জরুরি। অন্নদাশঙ্করের ভাষায় –

> "যে শিক্ষা প্রবর্তিত হলে বেকার সমস্যা অবশ্যম্ভাবী সে শিক্ষা প্রবর্তন করা মানেই যে সমস্যা নেই তাকে সৃষ্টি করা।"[১২]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 53
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 488 - 494
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এ দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় যেন স্তরে স্তরে অন্যায় জমেছে। যথাযথ শিক্ষার সাথে লেখক মনুষ্যত্ববোধের জাগরণের দিকেও গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলেছেন। কেননা শিক্ষার পাশাপাশি নৈতিক মূল্যবোধ না থাকলে যথাযথ সমাজ গঠন সম্ভব হয় না। লেখকের ভাষায় –

> "কেবলমাত্র ইনটেলেকচুয়াল প্রয়োজন মেটানোর জন্যেই স্কুল-কলেজ ইউনিভার্সিটি নয়। মনুষ্যত্বেরও চাহিদা মেটাতে হবে।"[১৩]

প্রবন্ধটিতে লেখকের শিক্ষাভাবনা সর্ম্পকে গভীর চিন্তার প্রকাশ দেখা যায় যা বর্তমানে দেশে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা সর্ম্পকে খুবই প্রাসঙ্গিক বলে মনে হতে পারে। এ প্রবন্ধে লেখক ইউরোপীয় শিক্ষাব্যবস্থার সাথে ভারতবর্ষীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় নিরক্ষরতার হার নিয়ে তুলনা করেছেন। ইংরেজি শিক্ষার প্রভাব ও বাঙালি প্রিয়তার কথা এনে শিক্ষকদের যথাযথ ট্রেনিংয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। তিনি মনে করেন শিক্ষার উদ্দেশ্য এখন শিক্ষা না হয়ে জীবিকা হয়ে গেছে। এ প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক প্রমথ চৌধুরীর (১৮৬৮-১৯৪৬) বক্তব্য বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য মনে হয়। তিনি বইপড়া (শ্রাবণ ১৩২৫) প্রবন্ধে বলেছেন -

> "আমরা সাহিত্যের রস উপভোগ করতে আজ প্রস্তুত নই; কিন্তু শিক্ষার ফললাভের জন্য আমরা সকলেই উদবাহু। আমাদের বিশ্বাস, শিক্ষা আমাদের গায়ের জ্বালা ও চোখের জল দুই দূর করবে।"[১৪]

অর্থাৎ শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে অন্নদাশঙ্কর রায় ও প্রমথ চৌধুরীর ভাবনা প্রায়ই তুলনাযোগ্য। উভয়েই এমন এক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসঙ্গ এনেছেন যে শিক্ষা ভারতীয় চেতনার সাথে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠবে। শিক্ষার লক্ষ্য কেবল পরীক্ষায় নাম্বার আনা বা রুটি-রুজি নয় বরং মনুষ্যত্ববোধ, সত্যনিষ্ঠা ও স্বাধীনচেতা মানুষ তৈরি করা বলে মনে করেন উভয়ই।

'সংহতির সংকট' প্রবন্ধটি অন্নদাশঙ্করের ইতিহাস ও শাসন ব্যবস্থার প্রাজ্ঞতার এক উৎকৃষ্ট নিদর্শন। তাঁর মতে- ধর্মীয় কারণে যেমন আয়ারল্যান্ড বিদ্রোহ করে প্রটেস্টান্ট ও ক্যাথলিক মেজরিটি দুইভাগে ভাগ হয়ে যায় ঠিক তেমনি ভারতবর্ষেও যেন এই সংকট দেখা দেয়। পাকিস্তান ভাগ হলে শিখরাও স্বতন্ত্র স্থান চায়, আবার অসমিয়া ও তেলেগু ও স্বতন্ত্র মর্যাদার দাবি রাখে। ফলে ভারতবর্ষের শাসন ব্যবস্থায় দেখা দিতে পারে এক অস্থির অবস্থা। লেখক মনে করেন ধর্মভিত্তিক, ভাষাভিত্তিক, মতবাদভিত্তিক ইত্যাদি যেভাবেই হোক না কেন তার ফল ভারত ভেঙ্গে টুকরা টুকরা হবার ইঙ্গিত দেয়। ফলে একাধিক নেশন গড়ে ওঠার আগেই রাজনৈতিক সমাধান আবশ্যক। যার ফলশ্রুতিতে অবিভক্ত ভারত একটি সমৃদ্ধ রাষ্ট্র হিসেবে রূপলাভ করতে পারবে। লেখকের মতে –

> "স্বাধীন ভারত যদি একটি দেশ হয়ে থাকে তবে এতে একটিমাত্র নেশন আছে, তার নাম ভারতীয় নেশন।"[১৫]

হাজার বছরের ইতিহাসে মানচিত্রের যেমন পরিবর্তন ঘটে, রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটে তেমনি পরিবর্তন ঘটে সংস্কৃতির। ভাষা, ধর্ম, বিশ্বাস, আচার-আচরণ রীতিনীতি, অভ্যাস ইত্যাদির সমন্বয়ে গড়ে ওঠে একটি দেশের সংস্কৃতি। ফলে ভারতীয় সংস্কৃতি গড়ে ওঠে নিজস্ব প্রথা-পদ্ধতি, ধ্যান-জ্ঞান বিশ্বাস, ভাষা, ধর্ম ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে। প্রাচীন সহজিয়া বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মের সমন্বয়েই গড়ে ওঠেছে হিন্দুস্থান। কিন্তু এই সংস্কৃতির সংহতির প্রতিষ্ঠার বিবর্তনে দেখা যায় ভারতীয় সংস্কৃতির ধারায় দুটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয় এবং তা হচ্ছে বাইরে থেকে তুর্কী আগমনে ইসলাম ধর্মের প্রসার এবং ভারতবর্ষ থেকে বৌদ্ধ ধর্মের বিদায় কিন্তু অন্যান্য দেশ থেকে নয়। মুসলিম প্রভাবে ধর্মান্তরিত হয়ে যান অনেকেই তবুও হিন্দু-মুসলিম মিলেই গড়ে ওঠে ভারতীয় সংস্কৃতির সংহতি।

ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লব ও ইউরোপীয় রেনেসাঁসের ধাক্কা এসে লাগে ভারতবর্ষে। ফলে ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতির উপর ব্যাপক প্রভাব পড়ে সমগ্র বিশ্বব্যাপী। মধ্যযুগীয় ধ্যান ভেঙে আসে বিজ্ঞানের যুগ। বিজ্ঞান দিয়ে স্থাপত্য, কারিগর, শিল্প চললেও অজন্তার গুহাচিত্র, মাইলো দ্বীপের ভিনাস, তানসেনের ধ্রুপদী সংগীত সম্ভব নয়। এই রেনেসাঁস আর্টের রেনেসাঁস। আধুনিক মানুষ পারলৌকিক মুক্তির কথা বাদ দিয়ে ইহলৌকিক মুক্তি খোঁজে। লেখক মনে করেন রেনেসাঁসের পূর্বে সংস্কৃতির প্রেরণা উৎস ছিল ধর্ম, পরে তার উৎস হয় মানবিকবাদ। এর পর মানবিকতবাদের বিচিত্র শাখা-প্রশাখা দেখা দেয় এবং সেগুলো হচ্ছে - রোমান্টিসিজম (Romanticism), আইডিয়ালিজম (Idealism), ন্যাচারালিজম (Naturalism),

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 53
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 488 - 494
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

রিয়ালিজম (Realism), ইম্প্রেশনিজম (Impressionism), এক্সপ্রেশনিজম (Expressinion) ইত্যাদি। ঈশ্বর নয় বরং চিন্তা হয় মানুষ আর প্রকৃতি নিয়ে। লেখক মনে করেন - একমাত্র প্রেমই জয় করতে পারে চিরন্তণকে। উক্ত প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক জনসংখ্যার বৃদ্ধির ভয়াবহতা নিয়েও আলোচনা করেছেন। সেই সাথে অন্যান্য বিষয়গুলোও তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। এর মধ্যে আছে –

১. ভাষাগোষ্ঠী ও ভাষা
২. ধর্ম : বৈদিক, মুসলিম, হিন্দু
৩. ভাষার প্রয়োগ : বহিরাগত ধর্ম প্রচার
৪. রাজনীতি : সিপাহী বিপ্লব, রেনেসাঁস
৫. দুই রেনেসাঁস : প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ইত্যাদি।

এ ছাড়ায় প্রবন্ধে আলোচনা করেছেন - ঈশ্বরকে বিদায় দিয়ে বিজ্ঞানের আগমন সম্পর্কে। লেখক মনে করেন সব বিজ্ঞান নির্ভর নয়; কলা বা শিল্পও প্রয়োজন, মৈত্রী থাকা বাঞ্ছনীয়। প্রবন্ধটিতে লেখক সমগ্র বিশ্বের আলোকে ভারতবর্ষের নানা দিক নিয়ে একজন সচেতন নৃবিজ্ঞানীর মতো আলোচনা করেছেন যার ফলে তাঁকে মনে হয় একজন Ethnographer বা নৃতাত্ত্বিক।

বাংলা সাহিত্যের ভান্ডারে বিশেষ করে প্রবন্ধ সাহিত্যে অন্নদাশঙ্কর রায়ের গুরুত্ব অপরিসীম। অন্নদাশঙ্কর সমাজকে যে দৃষ্টিতে দেখেছেন এবং একজন নৃ-তত্ত্ববিদের মতো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সমাজের রন্ধ্রে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সমস্যার মর্মমূলে আঘাত করেছেন তা সত্যিই বিস্ময়কর! প্রবন্ধটি সেই সকল অমূল্য রত্ন ভান্ডারকে আরো বেশি শাণিতভাবে উপস্থাপন করার লক্ষ্যে পরিচালিত হবে বলে আশা করা যায়। যার মাধ্যমে জ্ঞান ও সাহিত্য পিপাসু ও জিজ্ঞাসু জনের পিপাসা নিবারণের সহায়ক হবে বলে প্রত্যাশা ব্যক্ত করা যায়। সমাজের মর্মমূলে ক্যান্সারের মত ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সমস্যাগুলো যেভাবে চিহ্নিত করেছেন তা অন্নদাশঙ্করের পক্ষেই সম্ভব। জীবনশিল্পী অন্নদাশঙ্কর রায়ের মতো মুক্তচিন্তা ও যুক্তিপূর্ণ সৃজনকর্ম বর্তমান যুগে বিরল। প্রাবন্ধিক তাঁর নিজস্ব স্টাইল বা শৈলির মাধ্যমে কথা ও ভাষাকে তুলে ধরেছেন পাঠকের সামনে। তাঁর চিন্তা ও অনুভূতিকে রূপদানেরই প্রকাশ বলে ধরা যায়। নিজের বক্তব্য তুলে ধরতে যেয়ে তিনি তাঁর লেখায় তুলে এনেছেন নানা অনুষঙ্গ যা এই সমাজেরই অংশ হিসেবে প্রতীয়মান হয়। ধর্মীয় ভেদাভেদ, শিক্ষা-সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ক নানান সামাজিক বিষয়গুলোতে লুকিয়ে থাকা সাম্প্রদায়িক চেতনার মর্মমূলে আঘাত করা ও সুন্দর সমাজ গঠনের সহায়ক ভূমিকা পালন করা। আয়নার মতো সমাজের প্রতিচ্ছবি যেন তিনি তাঁর সাহিত্যকর্মে বিম্বিত করে তুলেছেন। শশীভূষণ দাশগুপ্ত বলেছেন -

> "টলস্টয়, গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ এই তিন মনীষির মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় মিল যাহা দেখিতে পাই তাহা হইলো তিনজনেরই গভীর আত্মবিশ্বাস এবং উহার বৈশিষ্ট্য হইলো কাহাকেও জগৎবিমুখ এবং মানববিমূখ করে নাই। তিনজনকেই অসীম প্রেমে মানবমুখী করিয়া তুলিয়াছে।"[১৬]

সমুদ্রে লুকিয়ে থাকা রত্নরাজির মতো অন্নদাশঙ্কর রায়ের সমাজ সঙ্কট ভাবনাবিষয়ক প্রবন্ধগুলো বর্তমান সময়ের সাথে কিংবা সমাজের সাথে, পরিবেশ পরিস্থিতির সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত। অন্নদার যুগে তিনি যে সকল সমস্যাগুলো চিহ্নিত করেছেন বর্তমান সমাজেও তা প্রকটভাবে পরিলক্ষিত হয়। যেমন: নারী-পুরুষ সমতা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, সংস্কৃতি ভাবনা ইত্যাদি। কিন্তু বিশাল এই জ্ঞানভান্ডারের প্রয়োজন ফুরানোর মত আয়েজন খুব কমই আছে।

Reference:

১. চট্টোপাধ্যায়, কুন্তল, সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, রত্নাবলী, ৫৫ডি, কেশবচন্দ্র স্রন স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃ. ৩৫০
২. সৈয়দ আলী আহসান, *'অন্নদাশঙ্কর রায়', সতত স্বাগত,* প্রথম প্রকাশ, ঢাকা : দ্যা নিউ ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৩, পৃ. ১১০

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 53
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 488 - 494
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

৩. রায়, অন্নদাশঙ্কর, *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ*, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা : বাণীশিল্প, ১৯৮৫, পৃ. ১৫৬
৪. তদেব, পৃ. ১৫৬
৫. তদেব, পৃ. ১৫৮
৬. তদেব, পৃ. ১৫৭
৭. সন্দীপক মল্লিক, *অন্নদাশঙ্কর রায়: সাহিত্য ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা* (গবেষণাগ্রন্থ), প্রথম প্রকাশ; ঢাকা: ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ১৯৯৪, পৃ. ৩২৯
৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২
৯. তদেব, পৃ. ১৬৬
১০. প্রাগুক্ত, সন্দীপক মল্লিক, পৃ. ৩৩৫
১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১
১২. তদেব, পৃ. ১৭৫
১৩. তদেব, পৃ. ১৭৯
১৪. চৌধুরী, প্রমথ, *প্রবন্ধ সংগ্রহ*, নিউ এস আর প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা, পৃ. ১১০
১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৩
১৬. দাশগুপ্ত, শশীভূষণ, *বাংলা সাহিত্যের একদিক*। তৃতীয় সংস্করণ, ওরিয়েন্টাল বুক, কলকাতা, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৩৩

Bibliography:

আধুনিক বাংলা প্রবন্ধের ধারা - ড. অধীর দে
সাহিত্য সন্দর্শন - শ্রীশচন্দ্র দাশ
বাংলা প্রবন্ধ পরিক্রমা - অধ্যাপক এন. মুখোপাধ্যায়
বাংলা প্রবন্ধ ও সমালোচনা পাঠ- বিদিশা সিনহা (সম্পাদিত)
বাংলা সাহিত্য প্রবন্ধ - তপন কুমার চট্টোপাধ্যায়